বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 15, Issue 02, 2024

বার্ষিক গবেষণা পরিকল্পনা কর্মশালা-২০২৪

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নে অংশীজনদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের লক্ষ্যে "বার্ষিক গবেষণা পরিকল্পনা কর্মশালা-২০২৪" গত ০৯/০৬/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ রোজ রবিবার বিএলআরআই এ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন।

বেলা ৯.৩০ ঘটিকায় পবিত্র কোরআন হতে তিলাওয়াত এবং পবিত্র গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে কর্মশালার সার সংক্ষেপ তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিএলআরআই এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা।

সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, তার বক্তৃতায় বলেন, বিএলআরআই এর হাত ধরেই প্রাণিসম্পদ খাতের যুগান্তকরী পরিবর্তন এসেছে। বিএলআরআই এর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ এখন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় খাতে গবেষণা পরিচালনা করা। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে প্রাণিসম্পদকে রক্ষা করতে হলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং জলবায়ু সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন করতে হবে। সংরক্ষিত ও উদ্ভাবিত জাত খামারি পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। মেধাবী জাতি গঠনে প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা অপরিসীম।

এসময় বিএলআরআই এর গবেষণা কার্যক্রম এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে তুলে ধরে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, আজকের এই গবেষণা পরিকল্পনার মাধ্যমে যে সব সুপারিশমালা আসবে, সেসব সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি করে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করে দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উক্ত আয়োজনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বিএলআরআই-এর সাবেক মহাপরিচালকবৃন্দ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ,

প্রাণী ও পোল্ট্রির উৎপাদন এবং খামার ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞগণ, বিভিন্ন খামারি সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ের খামারি ও শিল্প উদ্যোক্তাগণ, বিএলআরআই-এর বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যম হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে শুরু হয় কারিগরি অধিবেশন। কারিগরি অধিবেশনে আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দের মাঝে বিএলআরআই এর চলমান গবেষণা কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ গবেষণা পরিকল্পনা উপস্থাপনা করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মোঃ রাকিবুল হাসান। টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্যে, বিএলআরআই-এর চলমান কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হয়।

উপস্থাপনার পরে বিশেষজ্ঞ সদস্যগণ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন মেথডে নিজ নিজ ক্ষেত্র অনুযায়ী মোট ছয়টি অধিক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ে বিএলআরআই এর গবেষণা কার্যক্রমকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে মতামত ও পরামর্শ ব্যক্ত করেন। ক্ষেত্রগুলো হলো- অ্যানিম্যাল অ্যান্ড পোল্ট্রি ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিকস; অ্যানিম্যাল নিউট্রিশন, ফিডস অ্যান্ড ফডার ম্যানেজমেন্ট; অ্যানিম্যাল অ্যান্ড পোল্ট্রি ডিজিজ অ্যান্ড হেলথ; বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড ডেইরি রিসার্চ; এনভায়রনমেন্ট, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং সোশিও-ইকোনোমিকস, ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ এবং বিএলআরআই এর আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ। প্রতিটি ক্ষেত্রের আলোচনা পর্ব সমাপ্তির পরে গবেষণা অধিক্ষেত্র অনুযায়ী প্রাপ্ত পরামর্শসমূহ পৃথক পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয়। উক্ত পরামর্শসমূহ ও সুপারিশমালাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পরবর্তী অর্থবছরে গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হবে।

প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী-২০২৪ অনুষ্ঠিত ও বিএলআরআই এর অংশগ্রহণ

"প্রাণিসম্পদে ভরবো দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ" এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ১৮ থেকে ২২ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত দেশব্যাপী প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও ১৮ থেকে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকায় প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

প্রদর্শনীতে ভিন্ন ভিন্ন ভ্যালুচেইন ভিত্তিক প্রায় ৪০০টি স্টল প্রদর্শিত হয়। প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তি, ঔষধ সামগ্রী, টিকা, প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ সরঞ্জাম, মোড়কসহ পণ্য বাজারজাতকরণ প্রযুক্তি ইত্যাদির স্টলও মেলায় বিদ্যমান ছিলো। এছাড়া ৭টি প্যাভেলিয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, এলআরআই, কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার অংশগ্রহণ করে।

প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী-২০২৪ এ বিএলআরআই স্টলে উপস্থিত মহাপরিচালক মহোদয় এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবং মেলায় বিএলআরআই-এর স্টল পরিদর্শন করেন ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন । আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা, ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ, প্রকল্প পরিচালকগণসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। এসময় বিএলআরআই স্টলে ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি লাইভ এবং রেপ্লিকা প্রদর্শন করা হয় এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার প্রকাশনা প্রদর্শন ও বিক্রয়/বিতরণ করা হয়। এছাড়াও মেলায় বিএলআরআই কর্তৃক উন্নত জাতের দেশী মুরগি ও অন্যান্য পোল্ট্রির প্রজাতি এবং উন্নত জাতের দেশী ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল প্রদর্শন করা হয়।

দুই দিনব্যাপী চলা এই প্রদর্শনীতে বিএলআরআই-এর স্টলে দর্শনার্থীদের ভীড় ছিলো চেখে পড়ার মত। এসময় দর্শনার্থীরা বিএলআরআই উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে চান এবং উপস্থিত বিজ্ঞানীগণের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে প্রাণী ও পোল্ট্রির পালনের কারিগরি পরামর্শ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি এসময় তারা বিএলআরআই-এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের লিফলেট ও ম্যানুয়ালসমূহও সংগ্রহ করেন।

প্রদর্শনীতে আগত দর্শনার্থীরা বিএলআরআই-এর স্টলে প্রদর্শিত বিভিন্ন প্রযুক্তি পরিদর্শন করেন ও প্রকাশনা সামগ্রী সংগ্রহ করেন

প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর পুরষ্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান গত ১৯ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী-২০২৪ এ বিএলআরআই দেশী ছাগল (ব্ল্যাক বেঙ্গল) ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অধিকার করে। সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মো. সেলিম উদ্দিন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন এর হাতে পুরষ্কারের ক্রেস্ট এবং সার্টিফিকেট তুলে দেন।

বিএলআরআই দেশী ছাগল (ব্ল্যাক বেঙ্গল) ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অধিকার করে

ACDI/VOCA এর প্রতিনিধি টিমের বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শন

গত ৯ মে, ২০২৪ খ্রিঃ তারিখে ACDI/VOCA এর একটি টিম বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ পরিদর্শন করেন। বিএলআরআই এবং ACDI/VOCA এর মধ্যে চলমান পারস্পরিক গবেষণা সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে টিমটি উক্ত আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শনে যান।

ACDI/VOCA টিম সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন Karl Rosenberg, Senior Director (Resilience and Growth, USA), Karolina Karczewska (Project Specialist, USA), Ramendra Chandra Sarkar (Climate Smart Productivity Lead) এবং Abdur Rouf (Governance Lead)।

কেন্দ্রের ইনচার্জ ড. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম পরিদর্শনকারী টিমকে বাঘাবাড়ি, সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ চলমান গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে সংক্ষেপে অবহিত করেন। সফরকারী দলটি দেশীয় পাবনা জাতের গরুর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং দেশের আবহাওয়ায় সহনশীল (৫০% পাবনা × ৫০% হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান) সংকর জাতের দুধালো গাভীর জাত উন্নয়ন চলমান গবেষণা কার্যক্রমকে সময়োপযোগী গবেষণা বলে মন্তব্য করেন।

পরবর্তীতে টিমটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে বিদ্যমান বিভিন্ন গবেষণা খামার, ল্যাবরেটরি এবং সংরক্ষিত প্রায় ২৪ প্রজাতির ফডার জার্মপ্লাজম পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি দলটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে বিদ্যমান প্রযুক্তি পল্লী পরিদর্শন করে সেখানকার খামারিদের সাথে গরু পালনের সুবিধা, অসুবিধা, চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করেন।

ACDI/VOCA এর প্রতিনিধি টিমের বাঘাবাড়ি, সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শন

আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের সাথে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের এপিএ স্বাক্ষরিত

গত ২৭/০৬/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর প্রধান কার্যালয়ের সাথে আওতাধীন আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। ইনস্টিটিউটের আওতাধীন পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্র, যথাক্রমে বাঘাবাড়ি, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ; নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান; গোদাগাড়ি, রাজশাহী; ভাঙ্গা, ফরিদপুর এবং যশোর এর সাথে এই এপিএ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত এপিএ চুক্তিসহ মহাপরিচালক এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রের ইনচার্জগণ

বিএলআরআই এর প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে প্রধান কার্যালয়ের পক্ষে মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের পক্ষে স্ব স্ব আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের ইনচার্জগণের মধ্যে এপিএ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, দপ্তর প্রধান ও শাখা প্রধানগণ।

চুক্তি স্বাক্ষরকালে মহাপরিচালক আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের ইনচার্জগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ হতে প্রদত্ত সেবাসমূহ যথাযথ ভাবে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। খামারি/উদ্যোক্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ঘাসের কাটিং বিতরণ, হাঁস-মুরগির হ্যাচিং ডিম বা বাচ্চা বিতরণ, গবেষণা পরিচালনাসহ যেসকল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা যেনো যথা সময়ে এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়, সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে। পাশাপাশি আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিএলআরআই প্রশাসন তথা প্রধান কেন্দ্র হতে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করা হবে বলেও তিনি ইনচার্জগণকে আশ্বস্ত করেন।

আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের সাথে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অবহিতকরণ সভা

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে আওতাধীন দপ্তরের সমন্বয়ে চতুর্থ ত্রৈমাসিক সভা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর [১.২] নং উপধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রের ইনচার্জ এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটির সদস্যগণের অংশগ্রহণে আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত একটি সভা গত ২৫/০৬/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ বেলা ০৩.০০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অবহিতকরণ সভা

এছাড়াও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর [২.২] নং উপধারা অনুযায়ী গত ২৫/০৬/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ বেলা ০২.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর স্টেকহোল্ডারও ইনস্টিটিউটের আওতাধীন বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রের ইনচার্জগণ এবং বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, দপ্তর প্রধান ও শাখা প্রধানগণের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটিতে সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন।

বিএলআরআইতে "লাইভস্টক অ্যাডভাইজরি ডেভেলপমেন্ট" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রধান অতিথি হিসেবে "লাইভস্টক অ্যাডভাইজরি ডেভেলপমেন্ট" শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) তে "লাইভস্টক অ্যাডভাইজরি ডেভেলপমেন্ট" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি ইনহাউজ কর্মশালা গত ২৭/০৬/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বিএলআরআই এর ট্রেনিং ডরমিটরিতে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন । কর্মশালায় বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা এবং সভাপতিত্ব করেন প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. বিপ্লব কুমার রায়। কর্মশালায় ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের বিজ্ঞানীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রুপভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে লাইভস্টক অ্যাডভাইজরি তৈরির রূপরেখা তৈরি করেন।

বিএলআরআই তে ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা- ২০২৪ অনুষ্ঠিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর [৩.১.১] নং উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) তে গত ০৯/০৫/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে আওতাধীন বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানীগণ হতে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ নিয়ে ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা-২০২৪ আয়োজন করা হয় এবং ইনস্টিটিউটের সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন করা হয়।

সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের ট্রেনিং ডরমেটরির প্রশিক্ষণ কক্ষে ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা-২০২৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালা উদ্বোধন করেন বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা এবং অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও ইনোভেশন অফিসার ড. মোঃ রাকিবুল হাসান। এসময় ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক এবং বিএলআরআই ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা-২০২৪ এর উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে পরিকল্পনা তা বাস্তবায়নে উদ্ভাবন তথা ইনোভেশনের কোনো বিকল্প নেই। পাশাপাশি দেশের সংশ্লিষ্ট নাগরিক যাতে কম সময়ে, কম খরচে ও কম ভোগান্তি শিকার হয়ে সন্তোষজনকভাবে সরকারি সেবা গ্রহণ করতে পারে, সে লক্ষ্যে আমাদের নতুন নতুন ধারণার মাধ্যমে সেবা প্রদানকে সহজ করতে হবে। পাশাপাশি তিনি শোকেসিং কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবকগণকে শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা জানান।

ইনোভেশন শোকেসিং-এ ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবকগণের সর্বমোট আটটি উদ্বোধনী ধারণা প্রদর্শিত হয়। ধারণাসমূহ হলো-

ক্র. নং	আইডিয়ার শিরোনাম	উদ্ভাবক/উপস্থাপকের নাম
০১	বিএলআরআই প্রশিক্ষণ জানালা	ড. কামরুন নাহার মনিরা প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ
০২	পোল্ট্রি খামারে গবেষণা কার্যক্রমে ডিজিটাল রেকর্ডিং সিস্টেম	ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ
০৩	হাঁস খামারে স্মার্ট ডিম গণনা এবং মনিটরিং সিস্টেম	ড. হালিমা খাতুন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ
০৪	স্বল্প খরচে বিএলআরআই উদ্ভাবিত ম্যাসটাইটিস টেস্ট (বিএমটি) কিট দ্বারা দুধ পরীক্ষাকরণের প্রচার ও প্রশিক্ষণ	ড. মোঃ হুমায়ুন কবির উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ট্রান্সবাউন্ডারি এ্যানিমেল ডিজিজ রিসার্চ সেন্টার
০৫	বিএলআরআই ডিজিটাল সেবা	মোঃ মোস্তাইন বিল্লাহ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগ
০৬	প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা অ্যাপ	ডাঃ মোহাম্মদ মাহবুব হাসান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ট্রান্সবাউন্ডারি এ্যানিমেল ডিজিজ রিসার্চ সেন্টার
০৭	ডেইরি প্রোডাক্ট প্রিপারেশন নলেজ ব্যাংক	জনাব আনোয়ার হোসেন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার
০৮	IoT বেইজড স্মার্ট ডেইরি ফার্মিং	ইশতিয়াক আহম্মদ পিহান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে মহাপরিচালক মহোদয়, অতিরিক্ত পরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত বিচারকমণ্ডলী এবং উপস্থিত অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিগণ উদ্ভাবনী ধারণার পোস্টারসমূহ ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবকগণের নিকট হতে উদ্ভাবনী ধারণার বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত হন। এসময় তারা ধারণাসমূহকে আরও পরিশীলিত ও কার্যকরী করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিচারকমণ্ডলী এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণ উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ পরিদর্শন করেন এবং পরামর্শ ব্যক্ত করেন

পরিদর্শন এবং বিচারকমণ্ডলীর মূল্যায়ন শেষে সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত করেন। ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা-২০২৪ এ সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে নির্বাচিত হয় ট্রান্সবাউন্ডারি এ্যানিমেল ডিজিজ রিসার্চ সেন্টারের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ মাহবুব হাসান কর্তৃক উদ্ভাবিত ধারণা "প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা অ্যাপ"।

খামারি/পোষা প্রাণীর মালিকগণ যাতে প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সঠিক সময়ে ভ্যাকসিন, কৃমিনাশক প্রদান করতে পারেন তার জন্য স্মার্ট অ্যাপ হিসেবে প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা অ্যাপটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা অ্যাপসটিতে নিবন্ধনের মাধ্যমে খামারের এবং আলাদাভাবে গৃহপালিত ও পোষা প্রাণীর জন্য কখন কোন সময়ে কোন ভ্যাকসিন প্রদান করতে হবে, কৃমিনাশক কখন প্রয়োগ করতে হবে, কোন সময় কোন মেডিসিন প্রয়োগ করতে হবে সেসব তথ্য সহজেই জানা যাবে। পাশাপাশি একবার ভ্যাকসিন, কৃমিনাশক, মেডিসিন প্রদানের পর পরবর্তী ডোজ দেয়ার তারিখ ও সময় অ্যাপটির মাধ্যমে খামারিগণ/ পোষা প্রাণীর মালিকগণ নিজেই দেখতে পারবেন। তাছাড়া পরবর্তী ডোজ দেয়ার তারিখ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে জানানো হবে। সর্বোপরি এই অ্যাপটি প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

"গরুর আধুনিক খামারে জীব নিরাপত্তা এবং জুনোটিক ও আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক খামারি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক চলমান জুনোসিস এবং আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা প্রকল্পের উদ্যোগে "গরুর আধুনিক খামারে জীব নিরাপত্তা এবং জুনোটিক ও আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক একটি খামারি প্রশিক্ষণ গত ০৭/০৫/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮/০৫/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে (চতুর্থ তলা) অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. নাসরিন সুলতানা এবং সম্মানীয় অতিথি হিসেবে ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও জুনোসিস এবং আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় অংশগ্রহণকারী খামারিগণ গবাদি প্রাণী ও দুধেল গাভী পালনের বিভিন্ন মৌলিক বিষয় এবং এসব প্রাণী সচরাচর সংক্রমণের শিকার হয় এমন বিভিন্ন জুনোটিক ও আন্তঃসীমান্তীয় রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেন। পাশাপাশি গবাদি প্রাণীর বাসস্থান, গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে খাদ্য উপাদানসমূহের শ্রেণিবিন্যাসকরণ ও রেশন ফর্মুলেশন, এন্টিবায়োটিক ও হরমোন ব্যবহারে প্রাণী ও জনস্বাস্থ্যের উপরে ক্ষতিকর প্রভাব, গরুর খামারের জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, বছরব্যাপী পরজীবী মুক্তকরণ, মেডিকেশন ও ভ্যাকসিন শিডিউল, গরুর খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

বিজ্ঞান ভিত্তিক মহিষ পালন ও খামার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রকল্প এলাকা মোট ১১ টি উপজেলায় (গোদাগাড়ি, গঙ্গাছড়া, কালীগঞ্জ, ঈশ্বরদী, মাদারগঞ্জ, রামগতি, কোম্পানিগঞ্জ, বাউফল, চরফ্যাশন, আনোয়ারা এবং ফেঞ্চুগঞ্জ) মোট ৫৫০ জন মহিষ খামারিকে তিন (০৩) দিন ব্যাপী বিজ্ঞান ভিত্তিক মহিষ পালন এবং খামার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তন্মেধ্যে, বিগত এপ্রিল হতে জুন মাসে ছয়টি উপজেলায় ৩০০ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে, খামারিরা লাভজনক পদ্ধতিতে মহিষ পালন, বয়সভিত্তিক বিভিন্ন মহিষের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, উন্নত জাতের ঘাস চাষ, কাঁচা ঘাস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ভেজা খড় সংরক্ষণের আধুনিক প্রযুক্তি, গর্ভবতী, প্রসূতী, দুগ্ধবতী ও বাছুরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, মহিষের রোগ প্রতিরোধে করণীয়, টিকা প্রদান ও কৃমি মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা ও নিয়মাবলী, কৃমি প্রতিরোধে খামারিদের করণীয় সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়াও বাংলাদেশে প্রাপ্ত মহিষের জাতসমূহ, দুধালো গাভী মহিষ, আদর্শ প্রজনন উপযোগী ষাঁড় মহিষ নির্বাচন সম্পর্কে খামারীরা বৈজ্ঞানিক ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খামারীদেরকে সুষম দানাদার খাবার মিশ্রণ তৈরির প্রক্রিয়া, ইউএমএস, সাইলেজ বানানোর পদ্ধতি হাতে কলমে শেখানো হয়েছে। উক্ত খামারি প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত থেকে ড এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাপরিচালক, বিএলআরআই মহোদয় উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে গবেষণার মাধ্যমে বিএলআরআই অনন্য ভূমিকা রাখছে এবং এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মহিষ পালনে খুবই কার্যকরী। তিনদিন ব্যাপি এই প্রশিক্ষণের সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক ড. গৌতম কুমার দেব। এছাড়াও উক্ত খামারী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন বিজ্ঞানীবৃন্দ।

"Training on advanced lab protocol, sample preparation, instrument handling, analysis, result preparation, safety and hygiene" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গত ০১-০৩ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিঃ তারিখে তিন দিনব্যাপী "Training on advanced lab protocol, sample preparation, instrument handling, analysis, result preparation, safety and hygiene" শীর্ষক হ্যান্ডস-অন প্রশিক্ষণে বিএলআরআই এর বিভিন্ন গবেষণা বিভাগে কর্মরত ৪০ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ বিএলআরআই এর বিভিন্ন গবেষণাগারে সংযুক্ত থেকে ল্যাবরেটরীতে গবেষণার ক্ষেত্রে ল্যাব বাইয়োসিকিউরিটি ও বাইয়োসেফটি, নমুনা সংগ্রহ, প্রস্তুত ও বিশ্লেষণে অনুসরণীয় বিষয়াবলি, বিভিন্ন গবেষণা বিভাগে বিদ্যমান উন্নত যন্ত্রপাতি (পিসিআর মেশিন, স্পেক্ট্রোফটোমিটার, জেলডাল মেশিন, অটক্লেভ, ইনকিউবেটর, মাকেল ফার্নেস, জেল ডকুমেন্টেশন মেশিন, বায়োকেমিস্ট্রি এনালাইজার, থার্মো স্যাকার, ক্রিম সেপারেটর, জিসি, ইউপিএলসি, ফ্রিজ ড্রায়ার ইত্যাদি) পরিচিতি হ্যান্ডলিং, মেশিন ক্যালিব্রশন ও প্রক্সিমেট এনালাইসিস ইত্যাদি বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাপরিচালক বিএলআরআই এবং সভাপতিত্ব করেন ড. মোঃ রাকিবুল হাসান, বিভাগীয় প্রধান প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরিক্ষণ বিভাগ। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন ড. নাসরিন সুলতানা, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক (গবেষণা), বিএলআরআই।

উপদেষ্টা
ড. শাকিলা ফারুক
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ আল-মামুন
দেবজ্যোতি ঘোষ
মোঃ জাহিদুল ইসলাম